তারিখ 03 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

আজকের কাগজ

137

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল থেকে ছাত্র বহিষ্কার প্রসঙ্গে

সম্প্রতি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের হামলায় ডাক্তারসহ তিনজন নিহত হন। এই নৃশংস ঘটনার বিচার যে কোন বিবেকমান মানুষেরই কাম্য। কিন্তু শুরু থেকেই একাত্তরের ঘাতক জামাত-শিবির চক্র এই ঘটনাটিকে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা চালাচ্ছে। উল্লেখ্য গত পাঁচ বছরের প্রতিটি ছাত্রসংসদ নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির একটি ছাত্রসংগঠন সেখানে একচ্ছত্রভাবে বিজয়ী হয়ে আসছে। পর পর পাঁচবার পরাজয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শিবিরের গুন্ডারা গত বছর নৃশংসভাবে প্রথম বর্ষের মেধাবী ছাত্র মাহবুবকে চটের বস্তা দিয়ে পেঁচিয়ে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। হত্যাকারী শিবিরের গুন্ডারা অস্ত্রসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরও চ. মে. ক কর্তৃপক্ষ ছিলেন নির্বিকার। ঘটনার পরই চ. মে. ক কর্তৃপক্ষ শিবির (মূলতঃ) ও ছাত্রদলের ঘেরাওয়ের মুখে আত্মসমর্পণ করে চ. মে. ক. সু বাতিল করেন ও ভিপি-জিএসসহ পাঁচজনকে বহিষ্কার করেন। একটা কলেজ থেকে কাউকে বহিষ্কারের পূর্বে তাকে শো-কজ দেবার নিয়ম আছে। শো-কজ-এর জবাব দেবার জন্য কমপক্ষে সাত থেকে পনের দিনের সময় দেয়া হয়। জবাব হাতে

পাবার পর যদি তা কর্তৃপক্ষের মনঃপুত না হয় এবং তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, কেবলমাত্র তখনই তার বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে শো-কজ অভিযুক্তদের কাছে পৌছুবার পূর্বেই মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে তড়িঘড়ি করে তাদের বহিষ্কার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ অবিচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। একজন ব্যক্তি সে অপরাধী হোক বা না হোক তার আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার থেকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ এই পাঁচজন ছাত্রকে বঞ্চিত করেছেন। এটা কোনো আইনেই যুক্তগ্রাহ্য হোতে পারে না।

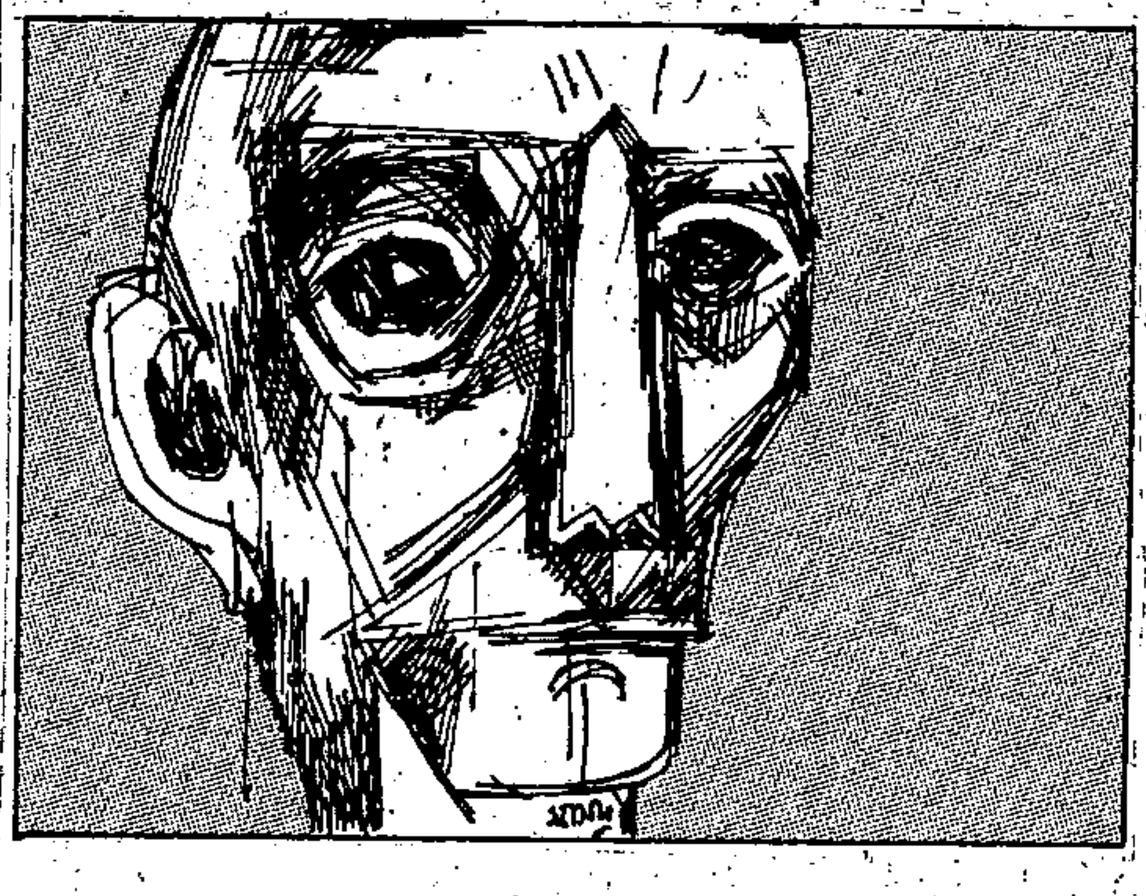

চট্টগ্রাম মেডিক্যালের নির্মম হত্যাকান্ডের বিচারের দাবিতে সবার যেমন সোচ্চার হওয়া উচিত তেমনি এই ঘটনাকে ইস্যু করে বিএমএ ও চ. মে. ক শিক্ষক সমিতির অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা জামাতীদের ষড়যন্ত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির পাঁচজন ছাত্রনেতাকে যেমন নির্মমভাবে হয়রানি করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী প্রতিটি বাঙালীকে সোচ্চার হতে হবে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজকে আলীয়া মাদ্রাসা বানাবার চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে।

শামসুল কবির শুভ্র
মিরপুর, ঢাকা।